দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 APR 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার হাল

প্র্যাকটিকাল খাতায় ছবি এঁকে দেন সাইনবোর্ড আর্টিস্ট

হাসান হাফিজ ঃ স্কুল কলেজে বিজ্ঞানের প্র্যাকটিকাল খাতার ছবি এখন ছাত্র–ছাত্রীরা নিজে আঁকে না। এ কাজটি করে দেয় সাইনবোর্ড লেখার আর্টিস্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে 'সিনিয়র' ভাই বা শিক্ষকও এই মহান দায়িত্বটি পালন করে দেন।

প্র্যাকটিকাল ক্লাস না করেও সহিসালামতে পাস করে যাবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। মফস্বলে স্কুল কলেজগুলোতেই এই ব্যাধির প্রকোপ বেশী।

দেশের ৭০ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুলেই ল্যাবরেটরী বলতে কিছু নেই। বাকী ৩০ ভাগ স্কুলে ল্যাবরেটরী নামে যা আছে, তার বেশীরভাগই দু'চারটি আলমারীতে বন্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাংলাদেশের মোট মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা আট হাজার ৭১৫। এর মধ্যে সরকারী স্কুল হচ্ছে ৩১৬টি। কলেজ পর্যায়ে নাম মাত্র ল্যাবরেটরী থাকলেও তাতে বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম অত্যন্ত অপ্রতুল। যন্ত্রপাতি সেকেলে। সেগুলোরও কোন ব্যবহার নেই।

প্র্যাকটিকাল ক্লাসের কোন সংস্পর্শ ছাড়াই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতা বেসরকারী কলেজগুলোতেই বেশী। বাংলাদেশে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ আছে ৬৫৩টি। সরকারী কলেজের সংখ্যা ২১৭।

বিজ্ঞান শিক্ষক ছাড়াই বহু কলেজ চলছে। বিজ্ঞানের ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক নেই বলে অনেক কলেজে বিজ্ঞান পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন কুমিল্লার দাউদকান্দি থানার রাবেয়া কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রী ও শিক্ষক নেই বলে বোর্ড সেখানে বিজ্ঞান শাখা বন্ধ করে দিয়েছে।

অপেক্ষাকৃত উন্নয়তমানের সরকারী কলেজেও শিক্ষক সঙ্কট চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে শিক্ষক ছাড়াই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়ছে। কোন ক্ষেত্রে অন্য বিষয়ের শিক্ষক পড়ান, কোন ক্ষেত্রে ডেমনেস্ট্রেটর কাজ চালিয়ে নেন। বিভিন্ন কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ –আলোচনা ও তথ্যানুন্ধানে দেখা গেছে, শিক্ষক সংকটও ছাত্রদের মধ্যে নকল প্রবণতা বৃদ্ধির একটি কারণ। ধুলোমলিন ল্যাবরেটরীর সঙ্গে সংশ্রবহীন শিক্ষার্থীরা অন্য উপায়ে ভাল নম্বর পেয়ে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা উৎরে যাচ্ছে।

দেশের সরকারী কলেজগুলোতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমান শূন্য পদের সংখ্যা ৪৭৮। এই পদগুলো দীর্ঘদিন ধরে শূন্য

(৭–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

প্র্যাকটিকাল খাতায় ছবি এঁকে দেন সাইনবোর্ড আর্টিস্ট

(প্রথম পাতার পর)

পড়ে আছে। বর্তমান সরকার এই শূন্য পদ পূরণের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) বিশেষ চতুর্দশ বিসিএস (শিক্ষা) পরীক্ষা নিয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দু'হাজার ৬৫১ জনের মৌখিক পরীক্ষা এখন নেয়া হচ্ছে। পিএসসি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ জানান, আশা করা যাচ্ছে মৌখিক পরীক্ষার পর্ব সম্পন্ন করে মাসখানেকের মধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা পেশ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষক সংকট প্রকট

সরকারী স্কুল–কলেজে মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু বেসরকারী স্কুল কলেজে পদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। বেসরকারী স্কুল কলেজগুলোর ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির কর্মকর্তারা এই সংখ্যা নির্ধারণ করেন। এ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কোন তথ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এবং সরকারের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো কারো কাছেই পাওয়া যায়নি। বেসরকারী স্কুল–কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতনের যে ৭০ শতাংশ অনুদান দেয়া হয় তাতে এক বছরে সরকারের খরচ হয় প্রায় ৫২২ কোটি টাকা। সরকার প্রতি বছর রাজস্ব বাজেট থেকে এই যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন সে অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, বেসরকারী স্কুল–কলেজ–মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে সরকারী অনুদান গ্রহণকারীদের মধ্যে ভুয়া শিক্ষকও আছে। রাজনীতি, ব্যবসা, অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও এই অনুদানের অর্থ ভোগ করছেন। এ ব্যাপারে আলাপ হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের কাছে জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা আশা করি যে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি এই অনুদানের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা না প্রহসন?

বাংলাদেশের বেশীরভাগ স্কুল–কলেজই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, সারাবছর প্র্যাকটিকাল ক্লাস না হলেও পরীক্ষায় পাস করা কোন সমস্যা হয় না। এক্সটার্নাল, ইন্টার্নাল পরীক্ষকদের সমঝোতা থাকে। ছাত্রদের অবশ্য ট্যাকের কড়ি গুণতে হয়। প্রাপ্ত টাকা ভাগ করে নেন দু'পক্ষ। কেউ যদি ফেল করান তাহলে 'ভিকটিম' ছাত্রের শিক্ষক আবার পাল্টা ফেল করিয়ে দেন ওই পরীক্ষকের ছাত্রকে। এক্সটার্নাল নির্বাচনও করা হয় এই সুবিধা অনুযায়ী। সারাবছর প্র্যাকটিকাল ক্লাসের সঙ্গে যোগ না থাকলেও পরীক্ষার্থী ২০/২২ এমনকি ২৫–এর মধ্যে ২৫ নম্বর পেয়েও পাস করে যায়।

প্র্যাকটিকাল খাতায় যে ছবি আঁকতে হয় তার জন্যও ছাত্ররা পরিশ্রম করতে রাজী নয়। সাইনবোর্ড লেখার আর্টিস্ট বা অন্য কেউ টাকার বিনিময়ে চিত্রগুলো অঙ্কন করে দেন। ঘোড়াশালে এ রকম একজন আর্টিস্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি সগর্বে বললেন, শুধু এসএসসি, এইচএসসি নয়, ডিগ্রী এবং পিটিআই–এর খাতার ছবিও আমি এঁকে দিই। ব্রেট ছবির পরিমাণ ও জটিলতা ভেদে একেকরকম। তো ওই আর্টিস্ট বললেন, ভাই আমার সাইনবোর্ডের দোকানের নামটাও এই সঙ্গে লিখে দেবেন।

কুমিল্লায় তো রীতিমত বিজ্ঞাপনই দেয়া আছে 'এখানে প্র্যাকটিকাল খাতা লেখা হয়'। যশোরের কোন কোন এলাকায় কিছু সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্রদের এই উপকারটি করে দেন।